প্রথম আলো

তারিখ 8 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

২০১৪ সালের মধ্যে তিন কোটি মানুষকে নিরক্ষরতামুক্ত করার লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। কিন্তু এখনো দেশের ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী তিন কোটির বেশি মানুষ নিরক্ষর। সরকারের দাবি, সাক্ষরতার বাইরে থাকা মানুষের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে।

এমন পরিস্থিতিতে আজ ৮ সেপ্টেম্বর 'সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও পালন করা হবে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, 'দেশে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়লেও আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশ নিরক্ষরমুক্ত করা কঠিন হবে।

জানতে চাইলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. আলমগীর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সরকারের অঙ্গীকার, ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টা করা। তবে এটা করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তার পরও সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা চলছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে সম্ভব না হলেও এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।'

মন্ত্রণালয় এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মকর্তারা বলেছেন, দেশের নিরক্ষতার চিত্র দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। ১৯৭১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ। এরপর ১৯৯১ সালে হয় ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ। এখন এই হার সরকারি দাবি অনুযায়ী ৫৯ দশমিক ৮২ শতাংশ। তবে বেসরকারি হিসাবে তা ৫০-এর কম। এই অবস্থায় আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশ নিরক্ষরমুক্ত করতে সরকারি ঘোষণার বাস্তবায়ন নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন বলেন, 'এত দিন তিন কোটি ৭৩ লাখ লোক নিরক্ষর ছিল। বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে এই সংখ্যা ৬০ লাখ থেকে ৭০ লাখ কমেছে। এটা আরও কমবে।'

১৯৯০ সাল থেকে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করে। এ সময়ে দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে 'সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ)' নামে বড় প্রকল্প হাতে নেয় সরকার। প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ২৪ লাখ ৬৯ হাজার নিরক্ষর লোককে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা হয়। এই সময় ইনফেপকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হয়। অধিদপ্তরের হিসাবে, এর আওতাধীন চারটি প্রকল্পের মাধ্যমে এক কোটি ৬১ লাখ ৫৫ হাজার নিরক্ষর ব্যক্তির সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়েছে।

তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এত দিন যেভাবে সাক্ষরতা দেওয়া হচ্ছিল, সেটা খুব একটা কাজে আসেনি। কারণ, একবার কোনোভাবে নাম লেখা শেখানো হলেও কার্যত অনেকেই সেটা ভুলে গেছেন। অনেকে এটাকে বড় ধরনের অপচয়ও বলেছেন।

আজ সাক্ষরতা দিবস

বিষয়টি স্বীকার করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব গত বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এটা ঠিক, আগে যে প্রক্রিয়ায় সাক্ষরতা দেওয়া হতো, সেটা ভুল পদ্ধতি ছিল। এখন দক্ষতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখন কেবল লিখতে পারলেই হবে না, পড়তে ও অনুধাবনও করতে হবে এবং অন্যকে ব্যাখ্যা করতে হবে।'

দিবসের কর্মসূচি: দিবসটি উপলক্ষে দেশে আজ শনিবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সকাল সাড়ে আটটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বের হওয়া শোভাযাত্রা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে গিয়ে শেষ হবে। সেখানে আলোচনা ছাড়াও থাকবে 'পাপেট শো'। এরপর বিকেলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এবারের দিবসের স্লোগান, 'সাক্ষরতাই উন্নতি, আনবে দেশে শান্তি'।